নারায়ণ চিত্রম-এর

পরিচালনা অমল দত্ত
সঙ্গীত পিণ্টু ভট্টাচার্য্য

বন্ধন

বিশ্বপরিবেশনা
নারায়ণ চিত্রম

সুশান্ত রায়চৌধুরীর সহযোগিতায় নারায়ণ চিত্রমের প্রথম নিবেদন

বোধন

কাহিনী ও চিত্রনাট্য—অঞ্জন চৌধুরী। অন্তর্ঃদৃশ্য গ্রহণ—ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও প্রাঃ লিঃ।
সঙ্গীতগ্রহণ—মিঃ সুশান্ত ব্যানার্জী (এইচ.এম.ভি.) শব্দ গ্রহণ—জে, ডি, ইরানী, ইন্দু অধিকারী।
পুনঃ শব্দ সংযোজনা—জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, সহকারী—গোপাল ঘোষ, ভোলানাথ সরকার।
আলোক সম্পাতে—হেমন্ত দাস, মনোরঞ্জন দত্ত, দেবেন দাস, সুখরঞ্জন দত্ত, শঙ্কর, মতি সিং, হটো, কেদার, স্বপন, বাদল।
পরিস্ফুটন ও মুদ্রন—আর, বি, মেহতার তত্বাবধানে রবীন ব্যানার্জী, ফনী সরকার, শম্ভু নস্কর তপন বসু, দুলাল সাহার সহযোগিতায় ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটারিজ প্রাঃ লিঃ।
সাজসজ্জা-কানাই দাস, নিউ কর্নওয়ালিস এক্সচেঞ্জ ইয়ং বেঙ্গল ডেকরেটার্স, জে,বি, এণ্টারপ্রাইজ।
পরিচয় লিখন—নিতাই বসু। স্থিরচিত্র—সুভাষ নন্দী। সংগঠনে (আংশিক) অমল রায় ঘটক।
পট শিল্প—প্রমথ ভট্টাচার্য্য, প্রচার সচিব, তপন রায়। প্রধান সচিব—সুব্রত বসু, অসিত দে।
কর্মসচিব—শঙ্কর ব্যানার্জী। ব্যবস্থাপনায়—শান্তি চৌধুরী। প্রচার অংকন—সোমনাথ ঘোষ
কৃতজ্ঞতা স্বীকার—শ্রীমতী গৌরী রায় চৌধুরী, ভকতভাই প্রাঃ লিঃ (বোলপুর) আশীষ বাকচি, সত্যব্রত মুখোপাধ্যায় (রাজা ষ্টুডিও) নিখিল রঞ্জন ঘোষ, ভুবন মুখার্জী, সায়েন সুখবাজার ও গোয়াল পাড়া গ্রামের অধিবাসীবৃন্দ, নয়ন সাহা, বারীন সাহা, অরুন সাহা, সুনীল সাহা।
রূপসজ্জা—দেবী হালদার। সহকারী—বিমল মুখোপাধ্যায়।
চিত্রগ্রহন—শঙ্কর ব্যানার্জী। সহকারী—বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, তপন ঘোষ।
শিল্পনির্দেশনা—সঞ্জীব সেন। সহকারী—প্রমথ ভট্টাচার্য্য, মণ্টু ব্যানার্জী।
সম্পাদনা—কালীপ্রসাদ রায়। সহকারী—স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী, মলয় ব্যানার্জী।
গীতরচনা—পুলক বন্দোপাধ্যায়
নেপথ্য কণ্ঠ— হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, পিণ্টু ভট্টাচার্য্য. হৈমন্তী শুক্লা।
সহকারী পরিচালক—মধু বন্দোপাধ্যায় সহকারী সঙ্গীত পরিচালক—শুভঙ্কর ঘোষ।
সহকারী শব্দগ্রহন—সিন্ধি নাগ, মানিক। প্রধান সহকারী পরিচালনা—অধীর ভট্টাচার্য্য।
সহকারী প্রচার—ভবতোষ মুখার্জী, সত্য মল্লিক
অভিনয়ে—দীপঙ্কর দে, সুমিত্রা মুখার্জী, মহুয়া রায় চৌধুরী, সন্তু মুখার্জী, বিকাশ রায়, অনুপ কুমার, প্রেমাংশু বোস, নিরঞ্জন রায়, মন্মথ মুখার্জী, ননী গাঙ্গুলী, অতনু রায়, গৌতম চক্রবর্তী, প্রদ্যোৎ চ্যাটার্জী, ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য, শঙ্কর ঘোষ, মাঃ গোলা, মেনকা দেবী, অলকা গাঙ্গুলী, সঙ্গীতা ব্যানার্জী, সাহানা চৌধুরী, রুমা দাসগুপ্তা, চিত্রা, ভারতী, চম্পা, ছায়া, ছবি, গীতা, দীপা, রীতা, মায়া, শ্যামাপদ, খোকন, বিভুতি, ননী, অভিজিৎ, ভোলা, গদাধর, নবকুমার সিদ্ধার্থ, তারক, রামকুমার, বিমল, বাবুল, তপন, স্বপন, প্রবীর ও আরও অনেকে।
সহযোগী প্রযোজনা—দীপ্তি গুহমজুমদার। যন্ত্রসঙ্গীত সংগঠনে—আলোকনাথ দে।
সঙ্গীত পরিচালনা—পিণ্টু ভট্টাচার্য্য। প্রযোজনা—নারায়ণ বিশ্বাস।
চিত্রনাট্য—পরিবর্ত্তন-পরিবর্দ্ধন ও পরিচালনা—অমল দত্ত।

বোধন

কাহিনী—অঞ্জন চৌধুরী

হরলাল আর নিবারন দুই ভাই। হরলাল বিষয়ী, নায়েব দেবনাথের সহায়তায় পৈতৃক সম্পত্তি আজ দশগুন করেছে। নিবারন কিন্তু ভিন্নপ্রকৃতির বিষয় আসয়ের ধার ধারেনা। সদা সর্বদা হাল্কা মনে থাকে। গাঁয়ের নিঃস্ব প্রজাদের আপদে বিপদে এগিয়ে আসে এবং সময় পেলেই গাঁয়ের ভোলাদার সঙ্গে যাত্রা দেখতে গ্রামে গঞ্জে বেরিয়ে পড়ে। ছোটবেলায় মাকে হারানোর পর থেকে ঘর তার ভালো লাগেনা।

এই নিবারন হরলালের দুঃশ্চিন্তা বাড়ায় কারন চাষীদের সে মাথায় তুলেছে তাই সম্পত্তি বজায় রাখতে নায়েব দেবনাথের কথায় তার মেয়ে সাবিত্রীকে সে বিয়ে করে সংসারী হয়। সাবিত্রী নিবারনকে ঘরে বাঁধে। দুজনার খুব ভাব, হাসি, ঠাট্টা, গান এমনকি একসঙ্গে খাওয়ার প্রতিজ্ঞাও দুজনে করে। পাশের বাড়ীর মণ্ডলের মেয়ে লক্ষ্মীর সঙ্গে অন্তরঙ্গতার সুবাদে সাবিত্রী তাকে ঘরে তোলার কথাও ভাবে।

দেবনাথ কিন্তু অন্যরকম ভাবে এবং হরলালের মনকে বিষিয়ে দেয়। হারান মণ্ডল তার ভাগ্নীকে দিয়ে হরলালের সম্পত্তি গ্রাস করতে চায় একথা হরলাল কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। মনের জ্বালায় সে সাবিত্রীকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে নেয় যে নিবারনের সঙ্গে মেলামেশা সে করবে না তাকে এড়িয়ে চলবে এমন কি তারা একসঙ্গে খাবে না। স্বামীর কথা না মেনে উপায় নেই কাজেই নিবারন হয় গৃহত্যাগী।

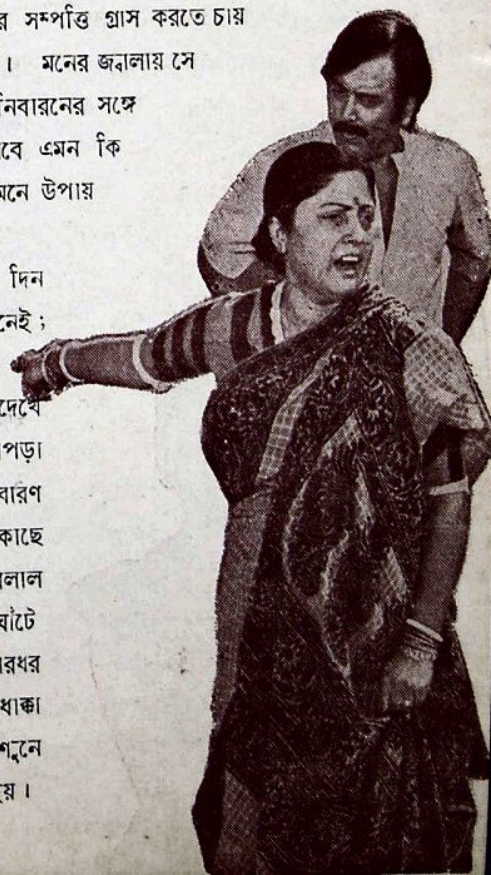

এদিকে চাষীর ছেলে পরানের পরিক্ষার দিন এগিয়ে আসে, কিন্তু ফি জমা দেবার টাকা নেই; কাজেই বাবার কথায় টাকার জন্য হরলালের কাছে হাত পাতে। কিন্তু চুক্তি দেখে তার চোখ কপালে ওঠে। রাগে দুঃখে লেখাপড়া ত্যাগে সে বদ্ধ পরিকর হয়। এমন সময় নিবারণ হাজির হয়, সব কথা শুনে সে দাদার কাছে সম্পত্তির ভাগ দাবী করে বলে টাকা চাই। হরলাল প্রত্যাখান করায় বৌদির কাছে টাকা চায় বাক্স ঘাঁটে এমন সময় হরলাল উত্তেজিত অবস্থায় তাকে মারধর করে তাড়িয়ে দেয় সাবিত্রী বাধা দিতে এসে ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ে। পাশের বাড়ীর লক্ষী সব শুনে তার সঞ্চিত ভাঁড় নিয়ে পরানের কাছে হাজির হয়।

বিদায় নিতে এসে সব শোনে নিবারন। লক্ষ্মীর আন্তরিকতায় মুগ্ধ হয় এবং পরানের কথায় লক্ষীর অনুরোধে নিবারন তাকে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে যায় গ্রামান্তরে।

ভোলাদার কৈলাসে তাদের আশ্রয় মেলে এবং ভোলাদার অবিভাবকত্বে উভয়ের বিয়ে হয়। দিন কাটে। নিবারন চাকরি করে সুখের সংসার দিনে দিনে ফুলে ফলে ভরে ওঠে।

ওদিকে সংসারে দুর্দিন আসে। অন্তঃস্বত্বা অবস্থায় অতর্কিতে ধাক্কা খাওয়ার ফলে সাবিত্রীর সন্তান নষ্ট হয় এমনকি সন্তান ধারনে অক্ষম হয়ে যায়। হরলাল মামলা মোকর্দ্দমায় পর পর জমি হারাতে থাকে এবং মনের ওপর চাপ পড়ার ফলে প্রায় উন্মাদ হতে থাকে হরলাল।

এদিকে দুঃসময় আসে নিবারনের। হঠাৎ চাকরি যায়। ছেলের অসুখে ওষুধ আনার পয়সা নাই। খবর পেয়ে একসময় উপকৃত চাষীরা তাদের সম্পত্তি বিক্রি করে ছেলেকে বাঁচায়। হরলালের অত্যাচার ক্রমশঃ চরমে ওঠে। মিথ্যা হিসাবের অজুহাতে পরানের বাবা জুড়ানের ওপর জুলুম চলে হঠাৎ পরান ঘটনাস্থলে এসে হিসাবের খাতা পুড়িয়ে দেয়। ফলে পরানকে হাজতে আটকে রাখে।

এ খবর নিবারনের কাছে পেঁছিতে সে গাঁয়ের চাষীদের নিয়ে এ অত্যাচারের প্রতিবিধান করতে হরলালের কাছে গিয়ে পেঁছায়। হরলাল তাদের গুলি করে মারতে মনস্থির করে। সেদিন লক্ষ্মীপূজার রাত। বোধনের আগে মঙ্গলঘট বসাতে গিয়ে হাত ফস্কে ঘট উল্টে যায়। অমঙ্গলের আশঙ্কায় সে ছুটে আসে এবং মশাল হাতে চাষীদের আসতে দেখে হরলালকে বোঝাতে চায় এবং নিরুপায় দেখে দেবনাথকে নিয়ে নিজেই ছুটে যায় পরানকে ছাড়িয়ে আনতে। নিবারণ দাদার কাছে কৈফিয়ৎ চায় উত্তেজনা চরমে ওঠে এমন সময় লক্ষ্মী ছুটে এসে দুজনার মাঝে পড়ে বলে ওঠে আমাকে না মেরে কেউ আগুন জ্বালাতে পারবে না। হরলালের ভাবান্তর হয়। সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে লক্ষ্মীর ছেলেকে কোলে নিয়ে সবাইকে বাড়ীতে আহ্বান জানায়।

সাবিত্রী পরানকে ছাড়িয়ে আনে। সকলের মুখে হাসি ফোটে। লক্ষ্মীর হাত দিয়ে মঙ্গলঘট বসায় সাবিত্রী। বোধন সুরু হয়।

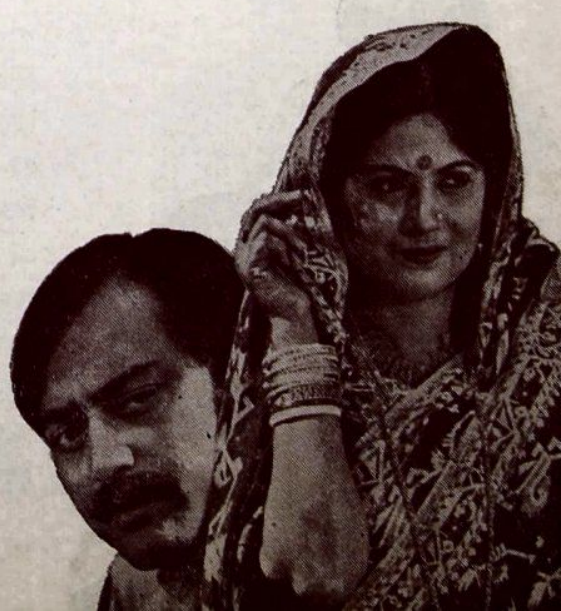

কথা ঃ পুলক বন্দোপাধ্যায়
সুর ঃ পিন্টু ভট্টাচার্য্য
কণ্ঠ ঃ পিন্টু ভট্টাচার্য্য

আকাশে ছন্নছাড়া, ছিল যে দিশাহারা,
সে পাখীর পাখায় তোমার ছোঁয়া পেলাম।
তোমার স্নেহমায়ার ঘরেই আমি বন্দী
হ'লাম।
কতবার ঝড়বাদলে, পেয়েছি কতব্যথা
আজকে প্রথম পেলাম, তোমারই এই মমতা
বলল এ প্রাণ বৌদি হ'ল মায়েরই এক নাম।
তোমার স্নেহমায়ার ঘরেই আমি বন্দী
হ'লাম।
জীবনে এমন সুধা, পাইনি কারো কাছে,
বুঝিনি তোমার মাঝেই বোধনের মন্ত্র আছে
তাইতো এমন ওই চরনে, রাখলো যে
প্রনাম।
তোমার স্নেহমায়ার ঘরেই আমি বন্দী
হ'লাম।

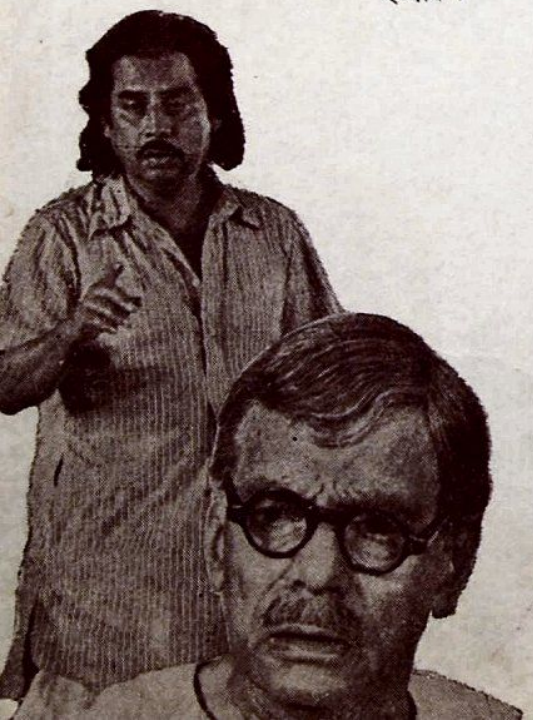

কথা ঃ পুলক বন্দোপাধ্যায়
সুর ঃ পিন্টু ভট্টাচার্য্য
কণ্ঠ ঃ পিন্টু ভট্টাচার্য্য

বিহঙ্গরে—
দিগন্তে তোর পাখা মেলে দে
কূলায় থাকা তোর সইলো না।
বিহঙ্গরে—
মিছে গান শুনিয়ে তুই দিন কাটালি
ভুল স্বপ্নে দুচোখ শুধু ভরিয়ে গেলি
সাধের এঘর দিল বিদায়
স্বজন বলে কেউ রইলো না।
বিহঙ্গরে—
কেন মায়ার বাঁধন সেধে পরতে এলি
তাই দুঃখ দিলি আর দুঃখ পেলি
মায়ার বাঁধন সেধে পরতে এলি
দুঃখ দিলি আর দুঃখ পেলি
আজ এমন ব্যথায় তোর বুক ভরালী
রইলো শুধু যার স্মৃতি
তুই ছাড়া কেউ যাকে বইলো না।
বিহঙ্গরে—
এই কাঙাল মনটা নিয়ে বেশতো ছিলি
কেন মিথ্যে আশার পানে হাত বাড়ালি
কেন নকল সুখের দেশে থাকতে গেলি
বুকটা কেন যে ভেঙ্গে গেল
কি তার কারণ কেউ কইলো না
বিহঙ্গরে—

কথা ঃ পুলক বন্দোপাধ্যায়
সুর ঃ পিন্টু ভট্টাচার্য্য
কণ্ঠ ঃ হৈমন্তী শুক্লা।

ভাবিনি, ভাবিনি—
সুখের স্বপ্ন যত, এভাবে সত্যি হবে
আমাদের ছোট্ট ঘরে
ভালবাসায় এ মন প্রান উঠবে ভরে,
স্বর্গ তো কোনদিনও দেখিনি,
মাটিতে সে নেমে আসে বুঝিনি
তাই কি চাঁদের কনা, আলোর ছটায় এতো
দিল মন আলো করে—
যে আমার সব ব্যথা নিয়েছে,
এ জীবন সোনা করে দিয়েছে
যেখানে যা কিছু আছে, সবই হোক সোনা
এই পরশমনির পাথরে।
ভালবাসায় এ মন প্রাণ উঠবে ভরে।

ভোলা ও নিবারনের
গান।

দূর অজানায় আয় চলে আয়
আনন্দেরই মেলাতে—
হাসি গানের খেলাতে,
মন মেলাবি আয়—
প্রান মেলাবি আয়।

কথা ঃ পুলক বন্দোপাধ্যায়
সুর ঃ পিন্টু ভট্টাচার্য্য
কণ্ঠ ঃ হেমন্ত মুখোপাধ্যায়

সবাই জানে যে ভোলা পাগল ভোলা
কি কারণে সে পাগল কেউ জানে না।
কী দাগা দিয়ে সতী ছেড়ে গেছে তাকে ॥
সে খবর কোনদিনও কেউ রাখে না
ভাঙ্গা ঘরের আঙিনাতে ফোটেনাতো ফুল,
আয়না সিদুঁরে সতী বাঁধেনাতো চুল,
সারাটি ভুবন জুড়ে সন্ধ্যা নেমে আসে,
আমার তুলসী তলায় সন্ধ্যাপ্রদীপ কেউ
জ্বালেনা।
সুখেরি সুধায় ভরুক সবারি সংসার
ব্যথার গরল হোক শুধু যে আমার।
নীলকণ্ঠ হয়ে আমি চলেছি যে তাই
আমায় পিছন থেকে যেন গো আর কেউ
ডাকেনা।